দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 12 FEB 2008
পৃষ্ঠা ... ১০ ... কলাম ... ৭ ...

সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হবে স্কুল-কলেজের ফি সমূহ

শিক্ষামন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে দেশের স্কুল কলেজসমূহের শিক্ষা পদ্ধতিতে আদায়কৃত ফি সমূহকে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আওতায় আনতে যাচ্ছে সরকার। স্কুল-কলেজগুলোতে অস্বাভাবিক ফি আদায়সহ এ সংক্রান্ত বিষয় পর্যালোচনা করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নতুন করে একটি কমিটি গঠন করেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবকে (উন্নয়ন) আহ্বায়ক করে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট এই কমিটিকে আগামী ত্রিশ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ দিতে বলা হয়েছে। এদিকে সরকার ভাল প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষকদের ইনসেনটিভ দেয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইতোমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সভায় বিষয়টি প্রাথমিকভাবে অনুমোদনও করা হয়। পুনরায় সভা করে এ বিষয়ে চূড়ান্ত নীতিমালা ঠিক করা হবে। তারই ধারাবাহিকতায় গত ৫ ডিসেম্বর একটি কমিটি গঠন করা হয়। ২ জানুয়ারি সরকার পূর্বের কমিটি বাতিল করে নতুন একটি কমিটি গঠন করেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব (মাধ্যমিক) মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে বলা হয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আগের অফিস আদেশ বাতিল করে স্কুল ও কলেজগুলোতে ভর্তি মৌসুমে অস্বাভাবিক ফি এবং এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণে অতিরিক্ত অর্থ আদায় এবং স্কুল ও কলেজ থেকে আদায়কৃত অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণের বিষয়টি পর্যালোচনা করে সুপারিশ করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবকে (উন্নয়ন) আহ্বায়ক করে করা পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন বাংলাদেশ শিক্ষা, তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (কলেজ ও প্রশিক্ষণ), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (মাধ্যমিক) এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব (শাখা-১০)। সিনিয়র সহকারী সচিবকে কমিটির সদস্য সচিব করা হয়েছে। কমিটির কার্যবিধিতে বলা হয়েছে, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কি পরিমাণ অর্থ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিভিন্ন ফি হিসেবে আদায় করে তা সংগ্রহ করা, কোন স্কুলে ফি কি রকম হওয়া উচিত তা নির্ণয় করা এবং সঠিক ব্যয় নিশ্চিত করার জন্য মন্ত্রণালয় কি কি পদক্ষেপ নিতে পারে তা সুপারিশ করা। এসব কার্যপরিধি যাচাই করে আগামী ত্রিশ দিনের মধ্যে সুপারিশ প্রদানের জন্য কমিটির প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, দেশের স্কুল-কলেজগুলোতে অতিরিক্ত ফি আদায় নতুন কোন ঘটনা নয়। দীর্ঘদিন ধরেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নানা নামে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ফি আদায় করা হচ্ছিল। বিশেষ করে ভর্তি মৌসুম এবং এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা হলেই নানা অজুহাতে বিভিন্ন ফির নাম করে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে শত শত বাড়তি টাকা আদয় করা হয়। এ নিয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অভিযোগও বিস্তর। পত্রিকাগুলোতে এ নিয়ে ব্যাপক লেখালেখিও হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে সরকারও উদ্বিগ্ন। এমনি পরিস্থিতিতে সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে স্কুল-কলেজগুলোর ফি বৃদ্ধির লাগাম টেনে ধরতে চাচ্ছে। সেই সাথে কোন প্রতিষ্ঠানে কত ফি হওয়া উচিত তা সরকার থেকেই নির্ধারণ করে দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে আদায়কৃত অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার বিষয়টিও তদারকি করবে সরকার।

■ অরণী হক মল্লিক